ছোটদের
আশারায়ে মুবাশশেরা

رضي الله عنهم

দুনিয়ায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত
দশ জন সাহাবীর সংক্ষিপ্ত জীবনী

মুহাম্মদ আব্দুল হাকিম

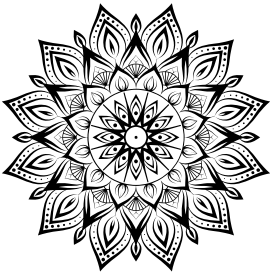

উৎসর্গ

যাদের স্নেহ, যত্ন, মায়া ও মমতায় বড় হয়েছি সে
শ্রদ্ধাভাজন দাদী, আব্বা, আম্মা এবং যাদের উদ্দেশ্যে
এই বইটি লেখা যারা আগামি দিনের জাতীর ভবিষ্যৎ
সেই সকল শিশু কিশোরদের জন্য উৎসর্গিত।

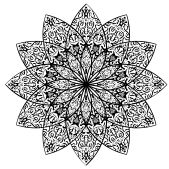

লেখকের কথা

"ছোটদের আশারায়ে মুবাশেশরা" বইটি লেখার কারন হল আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রাসুল (সাঃ) এর সাহাবীদের সম্পর্কে জানানো। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর অনেক সাহাবির মধ্যে স্বনামধন্য ১০ জন সাহাবির জীবনের সংক্ষিপ্ত কিছু দিক এ বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি আনুগত্য, ইসলামের জন্য ত্যাগ-কুরবানী, আদর্শের উপর অবিচল থাকা ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আমাদের কিশোর-কিশোরীদের জন্য জানা খুবই আবশ্যক। আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব ও ইসলামী শিক্ষার অভাবে আমাদের আগত প্রজন্ম, সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম সম্পর্কে জানার তেমন একটা সুযোগ পায় না। তাই অসংখ্য সাহাবী রাদিয়াল্লাহ আনহুম আজমাইনদের মধ্য থেকে দুনিয়ায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবি রাদিয়াল্লাল্লাহু আনহুম-এর জীবনের কিছু দিক নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে বইতে আলোকপাত করা হয়েছে, যাতে কিশোর-কিশোরীরা দুনিয়ায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইনদের জীবনী সম্পর্কে সহজে জানতে পারে।
সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন হলেন উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী মানুষ। কিভাবে আল্লাহর আদেশ এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর আদর্শকে অনুসরণ করতে হয় সে বিষয়ে তাঁরা ছিলেন উজ্জল দৃষ্টান্ত। সুখে- দুঃখে, বিপদে-আপদে এমনকি জীবনের কঠিন মুহূর্তেও কিভাবে রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদর্শকে ধারন করতে হয়, তাঁরা তাঁদের জীবন দিয়ে তা দেখিয়ে গেছেন। তাঁরা হলেন আল্লাহর আদেশ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শকে অনুসরণ করার বাস্তব নমুনা।

মুহাম্মদ আব্দুল হাকিম
রিয়াদ, সৌদি আরব।

প্রকাশকের কথা

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওপর প্রথম অবতীর্ণ হওয়া ওহি ছিল জ্ঞানার্জনের বিষয়ে। আল্লাহ তাআলা সর্বপ্রথম পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন তাই এ থেকে বুঝা যায়, শিক্ষার গুরুত্ব কতটুকু। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগ থেকে শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের মনোযোগ ছিল অত্যধিক এবং তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে।

জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় যৌবনকালে গভীর জ্ঞান অর্জন করা হলেও শিশুকালে লব্ধ জ্ঞানের প্রভাব পরবর্তী জীবনের ওপর অনেক বেশী পড়ে। তাই মক্তব, প্রাথমিক মাদ্রাসা বা স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে উঠে শিশুর ব্যক্তিত্ব এবং জ্ঞানচর্চা। তাই শিশুদের শিষ্টাচার ও মানবিক গুণাবলী শেখাতে মুসলমান শিক্ষাবিদরা যুগে যুগে নানারকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

আল্লামা ইবনে খালদুন (রহ.) রচিত 'মুকাদ্দিমাতুল ইবনে খালদুন' গ্রন্থে শিক্ষার্থীদের প্রতি কঠোরতা ক্ষতিকর' নামে একটি অধ্যায় আছে। এতে তিনি বলেন, 'সেবক ও শিক্ষকদের মধ্যে কঠোরতা লালন-পালন করলে ছাত্রদের মনও কঠোর ও রূঢ় হয়ে উঠে। অতঃপর অলসতা ও মিথ্যা বলার অভ্যাস গড়ে উঠে।

এমনিভাবে প্রাথমিক অবস্থায় কঠোরতা ও রূঢ়তার ফলে ধীরে ধীরে একটি জাতির মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দেয়। (মুকাদ্দিমাতুল ইবনে খালদুন, আল মুকাদ্দিমা, ৭৪৩)

আজকের শিশু আগামী দিনে জাতির কর্ণধার। তাই শিশুকে আদর্শবান হিসেবে গড়ে তোলার মহান দায়িত্ব পালনে পরিবারের সদস্যদের সতর্ক হতে হবে। দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে মা-বাবাকে। কেননা হাদিসে নববিতে এসেছে, 'প্রত্যেক সন্তানই ফিতরাতের (ইসলাম) ওপর জন্মগ্রহণ করে থাকে। অতঃপর তার বাবা-মা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান কিংবা অগ্নিপুজক বানায়।" (সহিহ বুখারি, সহিহ মসুলিম, মিশকাত)।

অনেক সময় আমরা শিশুদের ভুলাতে, কান্না থামাতে কিংবা শান্ত করতে এটা কিনে দেবো, ওটা কিনে দেবো বলে থাকি কিন্তু বাস্তবে তা আদৌ করিনা।তাই যে ওয়াদা পূরণের ইচ্ছা নেই তা করা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত। এতে শিশুর মস্তিষ্কে প্রতারণার চিত্র ধারন করে এবং সহজেই শিখে নিতে পারে প্রতারনা। তাই অভিভাবকদেরকেও মিথ্যা ওয়াদা থেকে বিরত থাকা উচিত।

পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ, ভালোবাসা শেখাতে হবে পরিবারেই। বড়োকে শ্রদ্ধা, ছোটকে স্নেহ করার মানসিকতা তৈরি করে দিতে হবে পরিবার থেকেই। যে মানুষ যত বড়ো, সে তত বিনয়ী হয়। তাই শিশুদেরকে শিক্ষা দিতে হবে বিনয় নম্রতার মহান গুনকে। প্রতিবেশী, গরীব-দুঃখীদের সাথে মিশতে দিতে হবে।

শিশুরা গল্প শুনতে ভালবাসে। তবে আজগুবি গল্প না বলে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনী, সাহাবায়ে কেরামের সাথে ঘটে যাওয়া শিশুদের উপযোগী নানা ঘটনা এবং ইসলামী মনীষীদের হৃদয়কাড়া গল্প শুনিয়ে তাদের মনে ইসলামের প্রতি গভীর ভালোবাসাকে বদ্ধমূল করে দিতে হবে।

মূলতঃ সাহাবায়ে কেরামদের সম্পর্কে শিশুদের জানানোর উদ্দেশ্যেই এ বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বইটি থেকে শিশুরা দুনিয়ায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবি রাদিয়াল্লাহু আনহুম-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী জানতে পারবে যা পরবর্তীতে তাদের ভবিষ্যৎ সুন্দর জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে, ইনশাআল্লাহ।

প্রকাশক
আলোর ঠিকানা প্রকাশন

সূচীপত্র

- লেখক পরিচিতি.....৫
- সাহাবি শব্দের অর্থ.....৬
- সাহাবী হওয়ার তিনটি শর্ত.....৬
- সাহাবি (রাঃ)-এর মর্যাদা ৭
- সাহাবী চেনার উপায়.....৭
- সাহাবীদের যুগ.....৭
- সাহাবীদের সংখ্যা ৮

- ১ হযরত আবুবকর (রাঃ).....৯
- ২ হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ).....১২
- ৩ হযরত উসমান ইবন আফফান (রাঃ).....১৪
- ৪ হযরত আলী ইবন আবী তালিব (রাঃ).....১৭
- ৫ হযরত জুবাইর ইবনুল আওয়াম (রাঃ).....১৯
- ৬ হযরত তালহা ইবন উবাইদুল্লাহ (রাঃ).....২১
- ৭ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ).....২৩
- ৮ হযরত সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ)..... .....২৬
- ৯ হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাঃ).....২৮
- ১০ হযরত সাঈদ ইবনে যায়িদ (রাঃ).....৩১

- টীকা.....৩৪
- উপসংহার.....৩৬